ফসল কর্তন, মাড়াই ও বীজ সংরক্ষণ

ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে ধান কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগমুক্ত, পরিপুষ্ট ও বিশুদ্ধতা ভাল বীজে ভাল ফলনের পূর্বশর্ত। এজন্য ক্ষেতের যে স্থানে ভাল ফলন হয়েছে সে স্থান থেকে পূর্বেই ভিন্ন জাতের গাছ তুলে ফেলতে হবে। অতঃপর ধান কর্তন করে এমন ভাবে মাড়াই ও ঝাড়াই করতে হবে যাতে অন্য জাতের ধান কো[illegible] মিশ্র[illegible]না পারে। ধান মাড়াই করার সময় ২-৩টি [illegible] যে পুষ্ট বীজ পাওয়া যায় তাই বীজ হিসেবে রাখতে [illegible]। বীজ ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে (১২% থেকে ১৪% আদ্রতার) টিন, প্লাস্টিক অথবা মাটির তৈরী মটকায় উভয় পার্শ্বে এনামেল পেইন্ট দিয়ে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। উল্লেখ্য যে, বীজ সংরক্ষণের পাত্রটি বায়ু নিরোধক অবস্থায় রাখা প্রয়োজন এবং পাত্রটিতে বীজ রাখার পর ফাঁকা স্থান অন্য কিছু দিয়ে ভরে রাখা প্রয়োজন। ফলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি ও পোকার ক্ষতি থেকে বীজ রক্ষা পাবে। তাছাড়া নিমপাতা শুকিয়ে অথবা নিম তৈল বীজের সাথে মিশিয়ে রাখলে পোকার আক্রমণ হয় না ফলে বীজ ভাল থাকে।

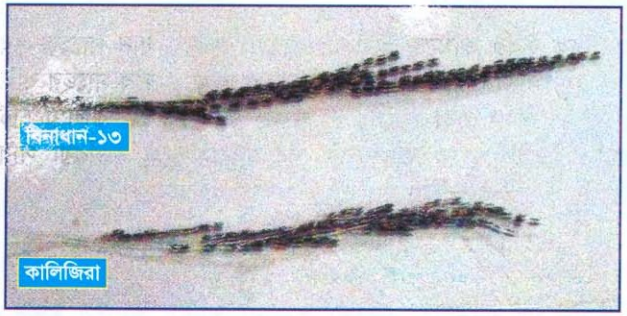

বিনাধান-১৩ এর ছড়া, চাল ও ধানের চিত্র

রচনা ও সম্পাদনায়ঃ
ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম
ড. এম. রইসুল হায়দার
জুলকার নাইন

যোগাযোগঃ
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২
ফোন ঃ ০৯১-৬৭৮৩৫, ৬৭৮৩৭, ৬৬১২৭
ফ্যাক্স ঃ ০৯১-৬৭৮৪২, ৬৭৮৪৩, ৬২১৩১
ওয়েব ঃ www.bina.gov.bd

অর্থায়নে- বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প।

সুগন্ধি আমন ধানের নতুন জাত

বিনাধান-১৩

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২
জুন, ২০১৪

উদ্ভাবনের ইতিহাস

দেশী সুগন্ধি আমন ধানের জাত কালিজিরায় গামা রেডিয়েশন ও ধুতুরা বীজের এক্সট্রাক্ট প্রয়োগের মাধ্যমে ভাল গুণাবলী সম্পন্ন একটি সুগন্ধি মিউট্যান্ট KD_5-18-150 নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে এ মিউট্যান্টটি আমন মৌসুমে সারা দেশব্যাপী চাষাবাদের জন্য বিনাধান-১৩ নামে অনুমোদন লাভ করে।

বৈশিষ্ট্য

- পরিপক্ক অবস্থায় গাছের পাতা সবুজ থাকে।
- শীষের প্রায় সবগলো দানাই পুষ্ট হয়।
- গাছ হেলে পড়ে না।
- ধান উজ্জ্বল কাল বর্ণের, বীজাবরণ শক্ত ও পুরু।
- জীবনকাল ১৩৮-১৪২ দিন।
- ফলন হেক্টর প্রতি ৩.২-৩.৬ টন।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১৪০-১৪৫ সে.মি.।
- ১০০০ ধানের ওজন ১৩.২০ গ্রাম।

প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত সুগন্ধি আমন ধানের মাতৃজাত কালিজিরার তুলনায় বিনাধান-১৩ সামান্য খাট, কান্ড শক্ত এবং মোটা। ধান ও চাল কালিজিরার তুলনায় সামান্য মোটা ও কম সূচালো। পরিপক্ক অবস্থায় গাছের পাতা সবুজ থাকায় শীষের প্রায় সবগুলা দানাই সঠিকভাবে পরিপুষ্ট হয়। কালিজিরার তুলনায় বিনাধান-১৩ অধিক উজ্জ্বল, কাল বর্ণের, বীজাবরণ শক্ত ও পুরু। কালিজিরার চেয়ে ৫ দিন পরে এ জাতের শীষ বের হলেও দানা গঠন ও পরিপক্ক হতে ৩ দিন কম সময় লাগায় প্রায় একই সময় ফসল কাটা যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

বিনাধান-১৩ এর চাষাবাদ পদ্ধতি মোটামুটিভাবে দেশে ব্যবহৃত অন্যান্য সুগন্ধি রোপা আমন জাতের মতই। নিম্নে এ জাতের চাষাবাদ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

বীজ বাছাই ও শোধন

উপযুক্ত ফলন নিশ্চিত করতে হলে ভারী, পুষ্ট ও রোগবালাই মুক্ত বীজ বাছাই করতে হবে। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নেয়া ভাল। এক্ষেত্রে প্রতি ১০ কেজি বীজে ২৫ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স-২০০ বা ব্যাভিস্টিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজের হার

প্রতি ৫ শতাংশ বা ২০০ বর্গ মিটার বীজতলায় ৬ কেজি বীজ বপন করলে উৎপন্ন চারায় প্রায় ১ একর জমি রোপন করা যায়।

বীজতলা তৈরী ও চারা রোপন

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ (মধ্য জুন থেকে মধ্য জুলাই) থেকে বীজতলা তৈরী করে ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপন করতে হবে। এ জাতের চারা জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহ (শ্রাবণ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ) পর্যন্ত রোপনের উপযুক্ত সময়। সারি করে চারা রোপন করলে পরবর্তীতে আন্তঃপরিচর্যা করা সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে সারি হতে সারির মাঝের দূরত্ব ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) ও গুছি হতে গুছির মাঝের দূরত্ব ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) এবং প্রতি গুছিতে ৩-৪টি করে চারা রোপন করতে হয়।

চাষ উপযোগী জমি

দেশের প্রায় সকল রোপা আমন অঞ্চলে উচুঁ বা যেসব জমিতে সব সময় পানি জমে থাকে না এমন জমিতে এ জাতটি চাষ করা যায়। বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ এবং এটেল দো-আঁশ জমি বিনাধান-১৩ চাষের জন্য উপযোগী।

সার প্রয়োগ

বীজতলার জন্য

সার	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	প্রতি একরে	প্রতি দশ শতাংশে
ইউরিয়া	২৬	২.৬
টিএসপি	১৪	১.৪
এমওপি	২০	২.০

রোপা ক্ষেতের জন্য

সার	সারের পরিমাণ (কেজি)	
	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
ইউরিয়া	৬৬	২৬
টিএসপি	৩৫	১৪
এমওপি	৫০	২০
জিপসাম	৩৮	১৬
দস্তাসার	১.৭	০.৭

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তাসার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া চারা রোপনের পর তিন ধাপে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি রোপনের ৮-১০ দিন, দ্বিতীয় কিস্তি রোপনের ২৫-৩০ দিন এবং তৃতীয় কিস্তি রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এলাকা ও জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে ইউরিয়া সারের তারতম্য করা যেতে পারে। অত্যধিক উর্বর জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

সতর্কতা

অত্যধিক উর্বর জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ধান গাছের খুব বৃদ্ধি হয়। ইউরিয়া প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক কিনা এবং গাছের রং সবুজ কিনা। লিফ কালার চার্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে বা গাছের রং হলদে হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে অন্যথায় প্রয়োগ করা যাবে না।

পরিচর্যা

বিনাধান-১৩ জাতটির পরিচর্যা অন্যান্য স্থানীয় জাতের মতই। চারা রোপনের পর আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী যন্ত্র বা হাতের সাহায্যে আগাছা পরিস্কার ও মাটি নরম করতে হবে। এ জাতটি বৃষ্টির পানিতেই চাষাবাদ করা যায়। তবে পানির খুব বেশি অভাব দেখা দিলে সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

এ জাতটির পাতা পোড়া ও খোল পচাঁ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এ ছাড়া এটি প্রায় সব ধরনের পোকার আক্রমণ মোটামুটি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। তবে কোন সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার উপদেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।